তারিখ ... 29 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক সংবাদ

৬

বাংলা একাডেমি পরিচালিত হচ্ছে সরকার মনোনীত লোকদের দিয়ে

❑ নয়া অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হচ্ছে না

॥ সালাম জুবায়ের ॥

বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির জাতীয় মর্যাদা সুকৌশলে ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস চলছে। একাডেমির কর্মকান্ডে অনাহূত সরকারি হস্তপেক্ষ, নতুন অধ্যাদেশ অনুমোদন না করা, কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন করতে না দেয়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিবিধি ঘোষণা না করা, কর্মকর্তাদের চাকরি কাঠামো পুনর্বিন্যাস না করা ইত্যাদি সেই প্রয়াসেরই উদাহরণ।

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে একাডেমির নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৮৫ সালে এনাম কমিটির সুপারিশে একাডেমির বিভাগ সংখ্যা ১০টি থেকে কমিয়ে ৪টিতে নিয়ে আসা হয়।

আশির দশকের শেষদিকে একাডেমির কর্মকান্ড অনেক বেড়ে যায়। সাথে সাথে একাডেমির অধ্যাদেশটিও সময়োপযোগী ও আধুনিক করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদ অনেক আলাপ-আলোচনার পর একটি অধ্যাদেশ তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য ১৯৯১ সালে মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। কিন্তু গত ৪ বছরেও মন্ত্রণালয় সে অধ্যাদেশ অনুমোদন দিতে পারেনি। বছর আগে একবার শোনা গিয়েছিল অধ্যাদেশটি মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন থাকেন একাডেমির সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। দু'বছর ধরে সে প্রতিনিধি নির্বাচন হচ্ছে না। গত বছর ('৯৪ সালে) নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হলে মন্ত্রণালয় থেকে খুব শিগগিরই অধ্যাদেশ চূড়ান্ত হয়ে যাচ্ছে বলে নির্বাচন স্থগিত করতে পরামর্শ দেয়া হয়। তখন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। চলতি বছরও নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কার্যনির্বাহী পরিষদ সরকার মনোনীত সদস্যদের দ্বারা একাডেমি পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৯২ সালে একাডেমি থেকে একটি সুন্দর ডায়রি প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে বঙ্গবন্ধুর ছবি থাকায় মন্ত্রণালয়ের মৌখিক নির্দেশে ৭শ' কপি বিক্রি হওয়ার পর ডায়রি বিক্রি বন্ধ রাখা হয়। বিপুল অর্থ লোকসান হয় এতে। এরপর থেকে একাডেমি থেকে কোন ডায়রি প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়নি।

স্বাধীনতার ২৫ বছর কেটে যাচ্ছে; কিন্তু বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন চাকরিবিধি তৈরি করা হয়নি। এ নিয়ে তারা অনেক আন্দোলন করেছেন, কিন্তু সরকারের টনক নড়েনি।

১৯৭৪ সালে একাডেমির কর্মকর্তাদের চাকরি গ্রেড একধাপ করে কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। পরে তা সংশোধন করার আশ্বাস দেয়া হয়, কিন্তু করা হয়নি।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও এই সমস্যা নিরসনের আশ্বাস দিয়েছেন। কর্মকর্তারা এ দাবিতে অনশন-ধর্মঘটও করেছেন; তারপরও তাদের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়াহয়নি।

এখন একাডেমির কাজকর্মে প্রতিমুহূর্তে ওপর থেকে হস্তপেক্ষ করা হয়। চলতি অর্থবছরের ৬ মাস কেটে যাচ্ছে; কিন্তু এ বছরের উন্নয়ন বাজেটের কোন অর্থ এখনো একাডেমির হাতে আসেনি বলে জানা গেছে।

আজ শুক্রবার বাংলা একাডেমির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সভায় একাডেমির সাধারণ সদস্যরা একাডেমির মর্যাদা রক্ষায় সোচ্চার হবেন বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।